তারিখ 27 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

সমকাল

শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা গ্রামীণফোনের

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোন সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য এ পর্যন্ত ২১ লাখ ঘণ্টা ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দিয়েছে। 'ইন্টারনেট ফর অল' কার্যক্রমের আওতায় ২৫০টি স্কুলের প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী বিনামূল্যে গ্রামীণ ফোনের ফ্রি ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করছে। এ ছাড়া অনলাইন থেকে প্রয়োজনীয় বই ফ্রি ডাউনলোডের সুবিধাও দিচ্ছে গ্রামীণফোন। গত সোমবার রাতে এসব তথ্য তুলে ধরে প্রথমবারের মতো গ্রামীণফোন প্রকাশ করে 'সাসটেইনিবিলিটি রিপোর্ট ২০১৪'।

গ্রামীণফোনের হেড অব করপোরেট রেসপন্সিবিলিটি দেবাশীষ রায় সাংবাদিকদের সামনে গত সোমবার রাতে স্থানীয় এক হোটেলে এ রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এ সময় গ্রামীণফোনের হেড অব এক্সটারনাল কমিউনিকেশন, সৈয়দ তালাত কামাল এবং একই বিভাগের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ হাসান উপস্থিত ছিলেন। রিপোর্টে এ পর্যন্ত গ্রামীণফোন গৃহীত সামাজিক উদ্যোগের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়।

রিপোর্টে টেলিনর গ্রুপের সিইও এবং গ্রামীণফোন বোর্ডের চেয়ারম্যান সিগভে ব্রেকে বলেন, টেলিকম শিল্প খাতের সমাজ পরিবর্তনের বিপুল সম্ভাবনা ও শক্তি রয়েছে। এ চেতনা থেকেই গ্রামীণফোন গ্রাহক সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণফোনের ৫ কোটি ২০ লাখ গ্রাহকের পরিবার সমাজ পরিবর্তনেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

পৃথক বার্তায় গ্রামীণফোনের সিইও রাজীব শেঠি বলেন, সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারী উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং পরিবেশ উন্নয়নে গ্রামীণফোন বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবেও গ্রামীণফোন ভবিষ্যতে সামাজিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রিপোর্টে বলা হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে ২৫০টি স্কুলের ১ লাখ শিক্ষার্থীকে ২১ লাখ ঘণ্টা ফ্রি ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার পাশাপাশি গাজীপুর, গাইবান্ধা, রাজশাহী, মাদারীপুর, বান্দরবান, হবিগঞ্জ, টেকনাফ, রংপুর, দিনাজপুর ও লক্ষ্মীপুরে দশটি অনলাইন স্কুল পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের অধীনে। এর মধ্য দিয়ে এসব এলাকার প্রত্যন্ত স্কুলের সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুরা সরাসরি আধুনিকতম শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় প্রথম শ্রেণী থেকেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির কাছে তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

■ বাসস

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের কাছে তথ্য কমিশনের (আইসি) বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৪ পেশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব ইহসানুল করিম বাসসকে জানান, প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুকের নেতৃত্বে তথ্য কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল মঙ্গলবার বঙ্গভবনে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদনটি পেশ করেন। বৈঠককালে প্রধান তথ্য কমিশনার প্রতিবেদনের বিভিন্ন বিষয়াবলি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

তিনি জানান, সারাদেশে নিয়োজিত ২১ হাজার কর্মকর্তা জনগণকে তথ্য প্রদান করছেন। এখন পর্যন্ত ৬৯ হাজার বিভিন্ন ধরনের তথ্য জনগণকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং জনগণকে তথ্য না দেওয়া সংক্রান্ত ৯২০টি অভিযোগের মীমাংসা করা হয়েছে বলে প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।